দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 6 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...১...

সবাই কি শিক্ষক?

মু. মিজানুর রহমান মিজান

বিশ্বের যতসব মহান কাজ রয়েছে সে সবের ভেতর অন্যতম হলো শিক্ষকতা। শিক্ষক হলেন জাতি গঠনের ইঞ্জিনিয়ার। শেখাতে কে বা না পারেন? শেখানোর কৌশল কম-বেশি তো সবারই জানা আছে, তাই বলে কি সবাই শিক্ষক? শিক্ষক হওয়াটা খুব সহজ নয়। এর জন্যে প্রয়োজন যোগ্যতা, দক্ষতা, সচেতনতা, ত্যাগ, উদারতা, সক্রিয়তা ইত্যাদি। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধারার সৃজনশীলতা নির্ভর যত পেশা রয়েছে তার মধ্যে শিক্ষকতার কদর, ক্ষেত্র এবং দায়বদ্ধতা সবার উপরে। পেশার ওপর সম্মান রেখে ভালোবাসা ও মমত্বের দ্বার খুলে দিয়ে যতবেশি সৃজনশীলতা ঢেলে দেয়া যায় সে চেষ্টাটাই থাকা দরকার প্রত্যেক শিক্ষকের মনে। বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষকের ভেতর শিক্ষকসুলভ এসব বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া মুশকিল, এর আবার রয়েছে অসংখ্য কারণ।

আমার ধারণা, বর্তমানে যারা সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন তাদের অধিকাংশই প্রথমে নিজেকে এই পেশাতে আনতে উৎসাহী ছিলেন না, ইচ্ছা ছিল অন্যকিছু করে জীবনযাপন করার। কিন্তু অন্যসব কাজ না পেয়ে সর্বশেষে নিজেকে শিক্ষক হিসেবে আবিষ্কার করাতে বাধ্য হয়েছেন বেঁচে থাকার জন্য। আবার দেখা যায়, পেশাজীবনের জন্য যে লক্ষ্য ছিল তা পূরণ করতে না পেরে শিক্ষকতায় আসলেও অনেকেই হীনম্মন্যতায় ভুগে থাকেন যার কারণে শিক্ষকসুলভ চনমনে ভাবটি আর আসে না। তাদের অনেকেই ভেবে থাকেন যে, সবচেয়ে ছোট পরিসরের বা ছোট মর্যাদার পেশায় ঢুকতে বাধ্য হয়েছেন তারা। পাশাপাশি, অনেক সময় বন্ধু-বান্ধবরাও তাদেরকে উপহাস করেন। অথচ

আমরা সবাই জানি, শিক্ষকতা কতো মহান।

সত্যি কথা হলো, বাংলাদেশে শিক্ষকের মর্যাদা কাগুজে প্রায়। আমরা যেমন শিক্ষকদের মর্যাদা দিতে জানি না, তেমনি একজন শিক্ষকও অনেক সময় ভুলে যান তিনি শিক্ষক। শিক্ষক হিসেবে নিজের কর্তব্য জ্ঞানেরও অভাব থাকে তার ভেতর। তবে একথা সত্য যে, দেশে অনেক কোয়ালিটিসম্পন্ন শিক্ষক রয়েছেন এবং তারা যার যার অবস্থান থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছেন। যত দ্রুত সম্ভব আমাদের এই কঠিন বাস্তবতাকে দূর করতে হবে। সবাইকে শিক্ষা সচেতন হয়ে উঠতে হবে, শিক্ষা এবং শিক্ষকের আসল মর্যাদা বুকে ধারণ করে কাজ করলে এটি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। বর্তমানে যারা শিক্ষার্থী এবং পরবর্তীকালে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নিয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবেন তাদের প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে তারা উঁচুমানের শিক্ষক হবেন। সরকারও আলাদা কোনো প্রজেক্ট কিংবা প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষক হান্ট করতে পারে। দেশে ক্রীড়া ও বিনোদন জগতের উন্নয়নে খেলোয়াড় ও অভিনেতা হান্টিং চলে কিন্তু জাতি নামক তরীটির সুদক্ষ মাঝি তৈরির জন্য কোনো পদক্ষেপ নেই। আর এটি বেসরকারিভাবে আপাতত সম্ভবও নয়; সরকারকে নিজের কাঁধেই নিতে হবে এ গুরুদায়িত্ব। সাথে শিক্ষকের মর্যাদার সাথে সংগতিপূর্ণ স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো তৈরি এবং শিক্ষক হওয়ার জন্য অতিরিক্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ কিছু যোগ্যতার বাধ্যবাধকতাসহ বিধিনিষেধের কঠোরতা সৃষ্টি করতে পারলে দেশের শিক্ষাখাত লাভবান হবে আশা করা যায়।

লেখক : শিক্ষার্থী, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে

স্বাক্ষর